eaajkaal.in

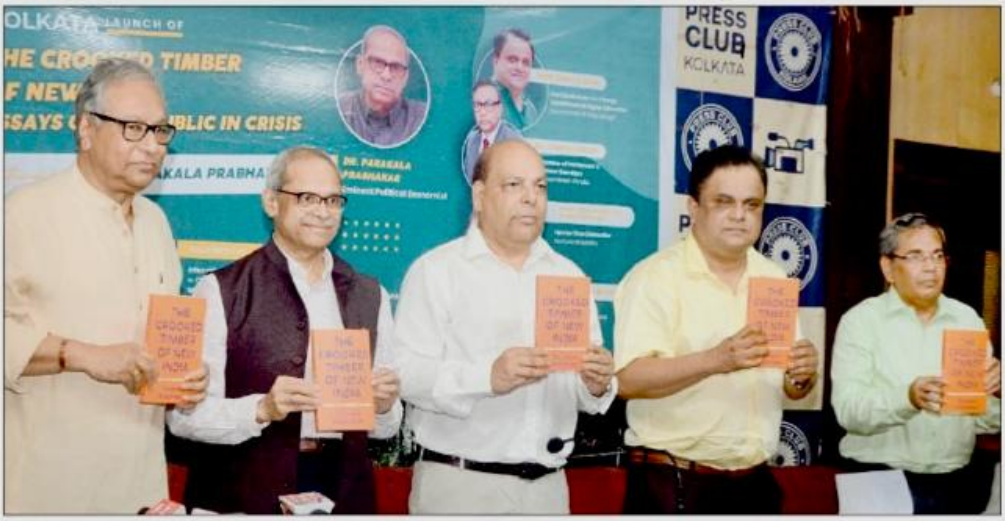

বইপ্রকাশ অনুষ্ঠান। রয়েছেন জহর সরকার, অর্থনীতিবিদ ও লেখক পরকলা প্রভাকর, ওমপ্রকাশ মিশ্র, ব্রাত্য বসু, দেবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রেস ক্লাবে, বৃহস্পতিবার। ছবি: অভিজিৎ মণ্ডল

বিজেপি ক্ষমতায় ফিরলে স্বেচ্ছাচার শুরু করবে: পরকলা প্রভাকর

সব্যসাচী সরকার

বিজেপি সরকার ফিরলে আর ভোট দেওয়ার ব্যবস্থাই থাকবে না। এই সরকার যদি ফেরে, তাহলে স্বেচ্ছাচার শুরু করবে। একে মারো, ওকে তাড়াও, ওকে বার করে দাও— এই সমস্ত শুরু হবে। আপনারা মণিপুরে যা ঘটেছে দেখেছেন। আমি আপনাদের সচেতন করতে চাই, মণিপুরের ঘটনা সমস্ত রাজ্যে ঘটানোর চেষ্টা হবে। বৃহস্পতিবার কলকাতায় নিজের বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে এসে এ কথা বলেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের স্বামী, বিশিষ্ট রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদ পরকলা প্রভাকর। এদিন প্রেসক্লাবে তাঁর বই 'দ্য ক্রুকড টিম্বার অফ নিউ ইন্ডিয়া এসেজ অন এ রিপাবলিক ইন ক্রাইসিস'–এর উদ্বোধন হয়। ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, জহর সরকার, ওমপ্রকাশ মিশ্র এবং অধ্যাপক দেবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এডুকেশনিস্ট ফোরাম এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল কলেজ অ্যান্ড ইউনিভার্সিটি প্রফেসর্স অ্যাসোসিয়েশনের আয়োজনে অনুষ্ঠান। ভাষণে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, 'হিন্দি বলয় এখন বিজেপি সরকারের প্রকৃত চেহারা কী, তা বুঝতে পারছে। রাজস্থান, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ দেখুন। গুজরাটের পতিদার সম্প্রদায় বিজেপির বিরুদ্ধে বলছে। ভোটের ফল কী হবে, তা আগে থেকে বলা যায় না। আমরা তো জ্যোতিষী নই। তবে দেখা যাচ্ছে, সারা দেশে বিজেপির পরিস্থিতি ভাল নেই। মমতা ব্যানার্জি এখানে লড়াই করছেন। আমরা সমস্ত আঞ্চলিক শক্তির ওপর ভরসা রাখছি। পরিস্থিতির বদল হবেই।'

অর্থনীতিবিদ পরকলা প্রভাকর এদিন তাঁর বই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেন, 'যখন আমি বইটি লিখি, তখন অনেক প্রকাশকই চুপ করে ছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন, আপনার এত তাড়া কেন? অপেক্ষা করুন ২০২৪–এর জুন মাস পর্যন্ত। আমাকে অনেকে বলছেন, আপনি একা কোথাও যাতায়াত করবেন না। তবে, আমি এটা বলতে পারি, আমি ভীত নই।' এদিনও তিনি ফের বলেন, 'বিশ্বের সবচেয়ে বড় দুর্নীতি হল ইলেক্টোরাল বন্ড।' তিনি বলেছেন, 'আমি একটা যন্ত্রণা থেকে এই বই লিখতে বাধ্য হয়েছি।' নরেন্দ্র মোদি ও বিজেপির সমালোচনা করে তিনি বলেন, 'কথা বলতে নিষেধাজ্ঞা জারি হল সর্বোচ্চ পর্যায়ের বিষয়। কিন্তু এরা তো কথা বলতেই দিচ্ছে না। সাংসদদের সংসদের বাইরে রাখছে। রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে বিমাতৃসুলভ আচরণ করা হচ্ছে। মনরেগার বিষয়টাই দেখুন। এরা সেস এবং সারচার্জের মাধ্যমে টাকা তুলছে। একটি হিসেবে দেখা যাচ্ছে, এখনও পর্যন্ত ৪০ লক্ষ কোটি টাকা তুলেছে। অথচ রাজ্যের অধিকার রক্ষার প্রসঙ্গ এলেই তখন ডবল ইঞ্জিনের কথা বলা হচ্ছে।' পরকলা প্রভাকর বিজেপিকে আক্রমণ করে বলেন, 'এরা ধর্মকে রাজনীতির স্বার্থে ব্যবহার করছেন, অর্থাৎ ধর্মকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। আমাদের সংবিধান কিন্তু বলে, ধর্মের ভিত্তিতে জনগণকে বিভাজন করা যাবে না। প্রধানমন্ত্রী বলছেন, আগামী ৫ বছর গরিবদের বিনামূল্যে রেশন দেওয়া হবে। এর অর্থ গরিবের হাতে কাজ বা উপার্জন কিছুই থাকবে না। এরা ক্ষমতায় ফিরলে ভারত অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক সঙ্কটের মধ্যে পড়ে যাবে।' এদিন ভাষণে জহর সরকার বলেন, 'আমি এদের স্বরূপ চিনেছি কাজ করতে গিয়ে। যে কারণে আমাকে চাকরি জীবনের দু'বছরের আগেই চাকরি ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে। এরা অর্থনীতি নিয়ে যা প্রচার করছে, তা সত্য নয়। তা দেখিয়ে দিয়েছেন প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক অশোক মোদি। কর্পোরেটদের তুষ্ট করার কাজ চলছে।'